

10 MINUTE
SCHOOL



বিসিএস প্রিলি

● লাইভ কোর্স

বাংলাদেশের সংবিধান

আলোচ্য বিষয়

- বাংলাদেশ সংবিধান প্রস্তাবনা ও অনুচ্ছেদ ১ থেকে ৪৭
- সংবিধান অনুযায়ী সদস্যদের ক্ষমতা
- সাংবিধানিক বিভিন্ন বিষয়াবলী
- বাংলাদেশ সংবিধান এর সংশোধনীসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধান এর ইতিহাস এবং প্রস্তাবনা

সংবিধানের ইতিহাস

১. স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' বা 'বাংলাদেশের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ' জারি করেন।

২. এটি ছিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান।

৩. তাহলে, প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান কোনটি? - বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। (১০ এপ্রিল, ১৯৭১)। [৭ম তফসিল এ বর্ণিত]

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

১. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম আইনি দলিল।

২. এই ঘোষণাপত্র বলে একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়।

৩. ঘোষণাপত্রের খসড়া করেছিলেন - ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম।

৪. পরামর্শক ছিলেন - কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী সুব্রত রায় চৌধুরী।

৫. ঘোষণাপত্রটি ২৩শে মে ১৯৭২, বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ

১. ২২ মার্চ, ১৯৭২ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৈধুরী 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন।

২. এটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ২৩ মার্চ, ১৯৭২ তারিখে।

৩. উক্ত গেজেটের ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় - 'গণপরিষদ প্রজাতন্ত্রের লাগিয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন করিবে।'

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন

তারিখ	১০ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে
উপস্থিতি	৪১৪ জন (সর্বমোট সদস্য- ৪৩০)
সভাপতি	মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ
প্রথম স্পিকার	শাহ আবদুল হামিদ
ডেপুটি স্পিকার	মোহাম্মদ উল্লাহ

প্রস্তাব উত্থাপন

১. ১১ এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখে পরিষদের সামনে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন।

২. শুধু খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন যোগাযোগমন্ত্রী এম মনসুর আলী।

৩. খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়।

৪. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য - বেগম রাজিয়া বানু।

৫. একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য - সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত (ন্যাপ, মোজাফফর)।

সংবিধান প্রণয়নের পর্যায়ক্রমিক ঘটনা

তারিখ	বিষয়বস্তু
১১ জানুয়ারি, ১৯৭২	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি
২৩ মার্চ, ১৯৭২	রাষ্ট্রপতি গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। ৪০৩ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ গঠন করা হয়। ৪০০ জন আওয়ামী লীগের এবং ৩ জন বিরোধী দলীয় সদস্য
১০ এপ্রিল, ১৯৭২	গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ। স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার মোহাম্মদ উল্লাহ নির্বাচিত হন। গণপরিষদের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
১১ এপ্রিল, ১৯৭২	গণপরিষদ ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করে।

সংবিধান প্রণয়নের পর্যায়ক্রমিক ঘটনা

তারিখ	বিষয়বস্তু
১৭ এপ্রিল, ১৯৭২	সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম অধিবেশন
১২ অক্টোবর, ১৯৭২	গণপরিষদে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে খসড়া সংবিধান উপস্থাপিত হয়
৪ নভেম্বর, ১৯৭২	খসড়া সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক অনুমোদনক্রমে গৃহীত হয়। এই দিনটি সংবিধান দিবস হিসেবে পরিচিত।
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২	সংবিধান কার্যকর করা হয়। গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিবিধ তথ্য

সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান	ড. কামাল হোসেন
সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র নারী সদস্য	বেগম রাজিয়া বানু
সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (ন্যাপ)
সংবিধানের অঙ্গসজ্জা করেন	হাশেম খান
সংবিধানের লিপিকর	চিত্রশিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম আবদুর রউফ

সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিবিধ তথ্য

সংবিধান অংকনে ছিলেন	জুনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী ও আবুল বারক আলভী
সংবিধানটির মুদ্রণের কাজ করে	বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
সংবিধানে চামড়ার কাজ করেন	সৈয়দ শাহ আবু শফি
নকশী কাঁথা কভার মুদ্রণ	ইস্টার্ন রিগাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা

এক নজরে সংবিধান

প্রস্তাবনা*	১টি	অধ্যায়/ ভাগ	১১টি
প্রস্তাবনার অংশ	৫টি	অনুচ্ছেদ	১৫৩টি
সংবিধানের ভাষা	২টি (বাংলা ও ইংরেজি)	সংশোধনী	১৭টি
মূলনীতি	৪টি	হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা	৯৩
তফসিল	৭টি	হস্তলিখিত সংবিধানের স্বাক্ষরসহ পৃষ্ঠা সংখ্যা	১০৮

এক নজরে সংবিধানের ১১টি ভাগ

প্রথম ভাগ	প্রজাতন্ত্র- (অনুচ্ছেদ ১-৭)
দ্বিতীয় ভাগ	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি- (অনুচ্ছেদ ৮-২৫)
তৃতীয় ভাগ	মৌলিক অধিকার- (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭)
চতুর্থ ভাগ	নির্বাহী বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৪৮-৬৪) ১ম পরিচ্ছেদ-রাষ্ট্রপতি (৪৮-৫৪) ২য় পরিচ্ছেদ-প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা (৫৫-৫৮) ৩য় পরিচ্ছেদ- স্থানীয় শাসন (৫৯-৬০) ৪র্থ পরিচ্ছেদ-প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (৬১-৬৩) ৫ম পরিচ্ছেদ-অ্যাটর্নি জেনারেল (৬৪)
পঞ্চম ভাগ	আইনসভা (অনুচ্ছেদ ৬৫-৯৩) ১ম পরিচ্ছেদ- সংসদ (৬৫-৭৯)

এক নজরে সংবিধানের ১১টি ভাগ

পঞ্চম ভাগ	২য় পরিচ্ছেদ- আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি (৮০-৯২) ৩য় পরিচ্ছেদ- অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা (৯৩)
ষষ্ঠ ভাগ	বিচার বিভাগ (অনুচ্ছেদ ৯৪-১১৭) ১ম পরিচ্ছেদ- সুপ্রীম কোর্ট (৯৪-১১৩) ২য় পরিচ্ছেদ- অধঃস্তন আদালত (১১৪-১১৬-ক) ৩য় পরিচ্ছেদ- প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল (১১৭)
সপ্তম ভাগ	নির্বাচন (অনুচ্ছেদ ১১৮-১২৬)
অষ্টম ভাগ	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অনুচ্ছেদ ১২৭-১৩২)
নবম ভাগ	বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (অনুচ্ছেদ ১৩৩-১৪১) ১ম পরিচ্ছেদ- কর্মবিভাগ (১৩৩-১৩৬) ২য় পরিচ্ছেদ- সরকারী কর্ম কমিশন (১৩৭-১৪১)

এক নজরে সংবিধানের ১১টি ভাগ

**নবম-ক ভাগ	জরুরী বিধানাবলী (অনুচ্ছেদ ১৪১-ক,খ,গ)
দশম ভাগ	সংবিধান সংশোধন (অনুচ্ছেদ ১৪২)
একাদশ ভাগ	বিবিধ (অনুচ্ছেদ ১৪৩-১৫৩)

সংক্ষেপে ৭টি তফসিল

✓ ১। অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

✗ ২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন [বিলুপ্ত]

✓ ৩। শপথ ও ঘোষণা

✓ ৪। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

✓ ৫। ৭ই মার্চের ভাষণ ✓

✓ ৬। ২৫শে মার্চ জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা ✓

✓ ৭। ১০ এপ্রিল, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ✓

তফসিল

তফসিল হচ্ছে সংবিধানের বিশেষ কোন অনুচ্ছেদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

প্রথম তফসিল	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন। এটি ৪৭ অনুচ্ছেদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।
দ্বিতীয় তফসিল	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। চতুর্থ সংশোধনীর ৩০ ধারাবলে দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্ত।
তৃতীয় তফসিল	শপথ ও ঘোষণা। এটি ১৪৮ অনুচ্ছেদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকাল ও অস্থায়ী বিধানমালা। এটি ১৫০(১) অনুচ্ছেদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

তফসিল

প্রথম তফসিল	১৯৭১সালের ৭মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ। এটি ১৫০(২) অনুচ্ছেদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।
ষষ্ঠ তফসিল	১৯৭১সালের ২৫মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা। এটিও ১৫০(২) অনুচ্ছেদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।
সপ্তম তফসিল	১০এপ্রিল ১৯৭১ এর মুজিব নগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। এটিও ১৫০(২) অনুচ্ছেদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

সংবিধানের ভাগ

প্রথম ভাগ- প্রজাতন্ত্র

১। প্রজাতন্ত্র- এই অনুচ্ছেদে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

২। দেশের সীমানা।

২ক। রাষ্ট্রধর্ম- এ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবেন এ বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে।

৩। রাষ্ট্রভাষা- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

৪। জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক।

প্রথম ভাগ- প্রজাতন্ত্র

৪ক। জাতির পিতার প্রতিকৃতি- এ অনুচ্ছেদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। রাজধানী- প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।

৬। নাগরিকত্ব- বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।

সংবিধানের ভাগ

প্রথম ভাগ- প্রজাতন্ত্র

৭। সংবিধানের প্রাধান্য- এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে, এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

৭ক। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ।

৭খ। সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধনের অযোগ্য- এ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৮। **মূলনীতিসমূহ-** জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং এগুলো হতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত হবে।

৯। **জাতীয়তাবাদ-** ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্ত্বাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

১০। **সমাজতন্ত্র-** এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার- এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্র একটি গণতন্ত্র হবে যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে।

১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা- এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ। এর মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, ও কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হয়েছে।

১৩। মালিকানার নীতি- উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা ৩ ধরনের হবে- রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত।

দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি।

১৫। মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা-

ক। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা

খ। কর্মের অধিকার

গ। যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার

ঘ। সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার

১৬। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব- নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য দূর করার জন্য কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে

সংবিধানের ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উদাহরণস্বরূপ পল্লী উন্নয়নের মেগা প্রকল্প 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা হচ্ছে এই অনুচ্ছেদটির প্রতিফলন।

১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

১৮। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা।

১৮ক। পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

১৯। সুযোগের সমতা-

- (৬) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।
- (৭) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন।

২০। অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম-

- (৬) “প্রত্যেকের নিকট হতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেকে কর্মানুযায়ী”- এই নীতির ভিত্তিতে পারিশ্রমিক লাভ করার কথা বলা আছে।

দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

(২) অনুপার্জিত আয় যাতে ভোগ না করতে পারে সেই ব্যাপারে রাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

২১। নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য-

(১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

২২। নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ- সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে মাজদার হোসেন মামলা ও এর রায় বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। জনাব মাজদার হোসেনসহ বেশ কতিপয় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ১৯৯৫ সালে হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ২৪২৪/৯৫ দায়ের করেছিলেন বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে ২০০৭ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয় বিচার বিভাগকে।

২৩। জাতীয় সংস্কৃতি

২৩ ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।

দ্বিতীয় ভাগ- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

২৪। জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি।

২৫। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন- এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিবৃতিসমূহই মূলত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি।

- জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা
- অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা
- আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান
- আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা

তৃতীয় ভাগ- মৌলিক অধিকার

২৬। মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য আইন বাতিল

(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হবে না। (২য় সংশোধনী, ১৯৭৩)

সমান অধিকার সংক্রান্ত

২৭। আইনের দৃষ্টিতে সমতা- এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ- মৌলিক অধিকার

সমান অধিকার সংক্রান্ত

২৮। ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য-

(২) নারী-পুরুষের সমান অধিকার।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

২৯। সরকারী নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা-

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা

(৩) অনগ্রসর, ধর্ম, কর্মের বিশেষ প্রকৃতি

৩০। বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ

তৃতীয় ভাগ- মৌলিক অধিকার

আইন ও বিচার সংক্রান্ত

৩১। আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার।

৩২। জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ।

৩৩। গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ- (৪), (৫), (৬) দফাসমূহ
নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩৪। জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ।

৩৫। বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ।

(১) আইনের দ্বারা আগে কোন আচরণকে অপরাধ বলে ঘোষণা না করলে
তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

(২) এক অপরাধের জন্যে কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ
করা যাবে না।

তৃতীয় ভাগ- মৌলিক অধিকার

স্বাধীনতা সংক্রান্ত

৩৬। চলাফেরার স্বাধীনতা।

৩৭। সমাবেশের স্বাধীনতা- এই অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা।

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা- এই অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা চিহ্নিতকরণ

তৃতীয় ভাগ- মৌলিক অধিকার

স্বাধীনতা সংক্রান্ত

২ (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং
২(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

৪০। পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা।

৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা- এ অনুচ্ছেদ আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-
সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের
অধিকার নিশ্চিত করে।

৪২। সম্পত্তির অধিকার।

৪৩। গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ।

তৃতীয় ভাগ- মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার স্পেশাল

৪৪। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ- এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ৪০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৪৫। শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন- শৃঙ্খলা-বাহিনীসমূহকে তাদের সদস্যদের কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিতকরণে পৃথক আইন প্রণয়নে তৃতীয় ভাগের কোন কিছুই যে বাধাপ্রদান করবে না তা এখানে উল্লিখিত রয়েছে।

৪৬। দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা।

তৃতীয় ভাগ- মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার স্পেশাল

(৩) গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা স্বীকৃত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম বাতিল বলে গণ্য হবে না।

৪৭ ক। সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা

(৬) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংবিধানের ৪৭(৩) দফায় বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৫(৬) ও ৩৫(৩) ও ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হবে না।

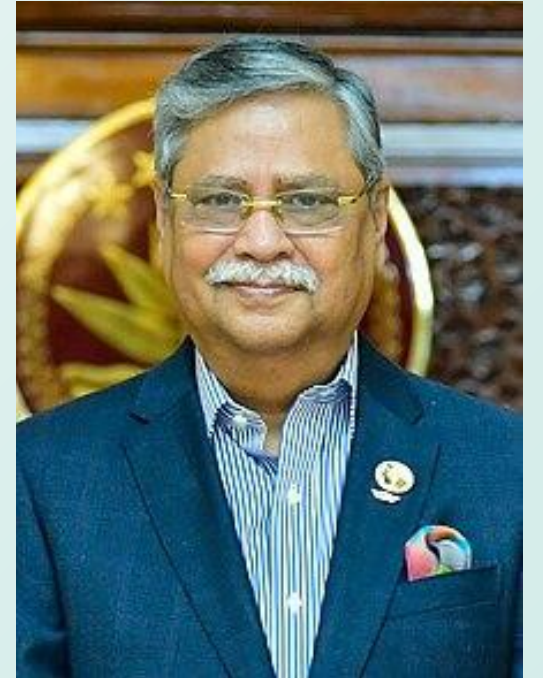
এক নজরে মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদ

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার			
সমান অধিকার সংক্রান্ত	আইন ও বিচার সংক্রান্ত	স্বাধীনতা সংক্রান্ত	মৌলিক অধিকার স্পেশাল
২৭-৩০ অনুচ্ছেদ	৩১-৩৫ অনুচ্ছেদ	৩৬-৪৩ অনুচ্ছেদ	৪৪-৪৭ অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সদস্যদের ক্ষমতা

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

- বাংলাদেশের সংবিধানের **চতুর্থ ভাগ** তথা **নির্বাহী বিভাগের** ১ম পরিচ্ছেদে **রাষ্ট্রপতি** সংক্রান্ত আলোচনাসমূহ রয়েছে।
- সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৪৮(১)** অনুসারে বাংলাদেশের একজন **রাষ্ট্রপতি** থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।
- সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৫৫(৪)** অনুযায়ী **সরকারের সকল নির্বাহী** ব্যবস্থা **রাষ্ট্রপতির নামে** গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।



সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

- **অনুচ্ছেদ ৫৬(২)** বলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি **প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে** নিয়োগদান করে থাকেন।
- সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৬১** অনুযায়ী বাংলাদেশের **প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর সর্বাধিনায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতি**।
- **অনুচ্ছেদ ৭২** বলে সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি **সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ** করবেন।

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

- **অনুচ্ছেদ ৯৫** অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি **প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন** এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে **অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিয়োগ** দেন।
- **অনুচ্ছেদ ৬৪** অনুসারে রাষ্ট্রপতি **অ্যাটর্নি জেনারেলকে** নিয়োগ দেন।
- **অনুচ্ছেদ ৯৩** অনুসারে **অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা** রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত রয়েছে।
- এছাড়াও **অনুচ্ছেদ ১৪১ক** এর ক্ষমতাবলে **রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা** করতে পারেন।

এক নজরে রাষ্ট্রপতি বিষয়ক তথ্য

নূন্যতম বয়সের সীমা	৩৫ বছর
মেয়াদকাল	৫ বছর। দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির শপথবাক্য পাঠ করান।
নিয়োগ দানের ক্ষমতা	পরামর্শ ছাড়া নিয়োগ দেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতিকে। পরামর্শ নিয়ে নিয়োগ দেন মন্ত্রী, নির্বাচন কমিশনার, পিএসসি এর চেয়ারম্যান, প্রধান হিসাব মহা-নিরীক্ষক, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে।
বিশেষ ক্ষমতা	অধ্যাদেশ জারি করেন। সংসদ অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙ্গে দিতে পারেন। জরুরী অবস্থা জারি করতে পারেন।
পদাধিকার বলে প্রধান	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর
অপসারণ	রাষ্ট্রপতি অপসারণ করা সম্ভব শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে। রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে সংসদের দুই- তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন।
পদত্যাগ	স্বিকার বরাবর পদত্যাগপত্র পেশ করা হয়

সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

- বাংলাদেশের সংবিধানের **চতুর্থ ভাগ** তথা **নির্বাহী বিভাগের** ২য় পরিচ্ছেদে **প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা** সংক্রান্ত আলোচনাসমূহ রয়েছে।
- অনুচ্ছেদ ৫৫(১)** অনুযায়ী **প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা** থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেকোন স্থির করবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে এই **মন্ত্রিসভা** গঠিত হবে।
- অনুচ্ছেদ ৫৫(২)** বলে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এই সংবিধান অনুযায়ী **প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা** প্রযুক্ত হবে।



সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

- এ কারণে প্রধানমন্ত্রীকে প্রজাতন্ত্রের **নির্বাহী প্রধান (Executive Head)** বলা হয়।
- সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৬৫** অনুসারে সংসদীয় ব্যবস্থায় **প্রধানমন্ত্রীই আইনসভা তথা জাতীয় সংসদের নেতা**।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৬৫** অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল **আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের** ওপর ন্যস্ত।
- অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাঃ
- অনুচ্ছেদ ৮৩ অনুসারে সংসদের **আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ** করা যাবে না।
- অনুচ্ছেদ ৮৫ অনুযায়ী সংযুক্ত **তহবিলে অর্থপ্রদান** বা **অর্থ প্রত্যাহার** কিংবা সরকারি হিসেবে **অর্থপ্রদান** বা **অর্থ প্রত্যাহার** এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি **সংসদের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত** হবে।
- অনুচ্ছেদ ৮৭ অনুযায়ী **বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট** সংসদে উপস্থাপিত হবে।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- নির্বাচন সংক্রান্ত কাজঃ

- অনুচ্ছেদ ৭৪ অনুসারে সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন এর দায়িত্ব জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত।
- অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) অনুসারে সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন এর দায়িত্ব জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত।
- অনুচ্ছেদ ৭৬ বলে জাতীয় সংসদ স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করে থাকে।
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদেরই।

সংবিধান অনুসারে বিচার বিভাগের ভূমিকা

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(১) অনুযায়ী বিচার বিভাগ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও তা বলবৎ করার জন্য উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারবেন।
- অনুচ্ছেদ ১০৬ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করার নিয়ম রয়েছে। একে সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার বলা হয়।
- অনুচ্ছেদ ১০৭ অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে অধঃস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারবেন।

সংবিধান অনুসারে বিচার বিভাগের ভূমিকা

- রীতি ও প্রদ্বতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারবেন।
- অনুচ্ছেদ ১০৮ অনুযায়ী কোর্ট অব রেকর্ড রূপে সুপ্রিম কোর্ট বিবেচিত হবে।
- অনুচ্ছেদ ১১১ অনুযায়ী আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রিম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধঃস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হবে।
- অনুচ্ছেদ ১১২ বলে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টকে সহায়তা করবেন।
- ২২ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ করা হয়েছে।

সংবিধান অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতা

- সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে-
 - ক) সব ধরনের **সাম্প্রদায়িকতা**
 - খ) রাষ্ট্রের দ্বারা কোন **ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান**
 - গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে **ধর্মের অপব্যবহার**
 - ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি **বৈষম্য** বা তার উপর **নির্যাতন, নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।**
- **ধর্ম নিরপেক্ষতা** ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের **চারটি মূল ভিত্তির একটি** ছিল।

সংবিধান অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতা

- সালের বাংলাদেশের সংবিধানের **চারটি মূল ভিত্তির একটি** ছিল।
 - ১৯৭৭ সালে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে **ধর্ম নিরপেক্ষতার** বিষয়টি অপসারণ করা হয়।
 - ২০১০ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত **৫ম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে** এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংবিধানের একটি মৌলিক মতবাদ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।
- ৮ নং অনুচ্ছেদের** দ্বিতীয় অংশে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের একটি ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকারসমূহ সাময়িকভাবে স্থগিত করার বিধান

- নবম-ক ভাগের অধীনে ১৪১ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ বা বাইরের আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা এর যেকোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হলে অনধিক ১২০ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।
- ১৪১খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদগুলোতে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত করা যাবে।

সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতাসমূহ

- যোগ্যতাঃ

- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৬৬(১)]
- বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৬৬(১)]

- অযোগ্যতাঃ

- অনুচ্ছেদ ৬৬(২) এ সংসদ সদস্য হবার অযোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

ক। কোন উপযুক্ত আদালত তাঁকে **অপ্রকৃতিস্থ** বলে ঘোষণা করেন।

খ। তিনি **দেউলিয়া** ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করেন।

সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতাসমূহ

গ। তিনি কোন **বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব** অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন।

ঘ। তিনি **নৈতিক স্থলনজনিত** কোন **ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত** হয়ে অনূ্যন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁর মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়ে থাকলে।

ঙ। তিনি ১৯৭২ সালের **বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশের অধীন** কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন।

চ। **আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য** ঘোষণা করছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ছ। তিনি **কোন আইনের দ্বারা নির্বাচনের জন্য অযোগ্য** হন।

সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ	সংবিধানের বিধি	অনুচ্ছেদ	সংবিধানের বিধি
১	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা	৭	সংবিধানের প্রাধান্য
২	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা	৮	মূলনীতিসমূহ
২(ক)	রাষ্ট্রধর্ম	৯	জাতীয়তাবাদ
৩	রাষ্ট্রভাষা	১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
৪ (ক)	জাতির পিতার প্রতিকৃতি	১১	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
৫	রাজধানী	১২	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
৬	নাগরিকত্ব		

সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ	সংবিধানের বিধি	অনুচ্ছেদ	সংবিধানের বিধি
১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা	২৭	আইনের দৃষ্টিতে সমতা
২২	নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ	২৮	ধর্মের, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য
		২৯	সরকারী নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা
		৩৬	চলাফেরার স্বাধীনতা
২৩(ক)	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি	৩৭	সমাবেশের স্বাধীনতা

সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ	সংবিধানের বিধি
৩৮	সংগঠনের স্বাধীনতা
৩৯	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা
৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ	সংবিধানের বিধি
৪৮	রাষ্ট্রপতি
৫২	রাষ্ট্রপতির অভিযোজন
৫৫	মন্ত্রিসভা
৬৪	অ্যাটর্নি-জেনারেল
৬৫	সংসদ প্রতিষ্ঠা
৬৭	সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া
৭২	সংসদের অধিবেশন
৭৩	সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

সংবিধান
অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ	সংবিধানের বিধি
৭৪	স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
৭৭	ন্যায়পাল
৮১(১)	অর্থবিল
৯৩	অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও ক্ষমতা
৯৪	সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা
৯৫	বিচারক নিয়োগ
৯১৮	নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	সংবিধানের বিধি
১২২	ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা
১২৭	মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা
১২৮	মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব
১৩৭	কমিশন প্রতিষ্ঠা
১৪১ (ক)	জরুরী অবস্থা ঘোষণা
১৪২	সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ	সংবিধানের বিধি
১৪৫	চুক্তি ও দলিল
১৪৬	বাংলাদেশের নামে মামলা

সংসদের বিভিন্ন বিষয়াবলী

সাংবিধানিক বিভিন্ন বিষয়াবলী

কাস্টিং ভোট ও কোরাম

- জাতীয় সংসদে কোন বিষয়ে দুই পক্ষের হ্যাঁ বা না ভোটের সংখ্যা সমান সমান হয়ে যেতে পারে। এমন অবস্থায় স্পিকার নিজের ভোট দিয়ে সংসদের অচলাবস্থা দূর করেন। স্পিকারের এই ভোটকেই কাস্টিং ভোট বলা হয়ে থাকে।
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৫(৪) অনুসারে এই বিধান করা হয়েছে।
- কোরাম হলো সংসদ অধিবেশন বসার নূন্যতম উপস্থিতি সংখ্যা। জাতীয় সংসদে কোরাম গঠিত হয় ৬০ জন সদস্য দ্বারা।
- অর্থাৎ ৬০ জন সদস্য না হলে কোরাম হবে না এবং সংসদ অধিবেশন বসতে পারবে না।

সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ

- সংবিধানের পঞ্চম ভাগ আইনসভার ১ম পরিচ্ছেদের অনুচ্ছেদ ৭৬(১) অনুযায়ী নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করা হয়-
 - ক) সরকারি হিসাব কমিটি;
 - খ) বিশেষ অধিকার কমিটি;
 - গ) সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।
- এই কমিটিসমূহ সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
- সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে সাক্ষ্যগ্রহণের, দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করার প্রভৃতি ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

৩০ টি
২৫

সাংবিধানিক বিভিন্ন বিষয়াবলী

সাংবিধানিক পদসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বেশ কয়েকটি **সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান** ও **সাংবিধানিক পদ** রয়েছে।

▪ সাংবিধানিক পদসমূহ হলো -

১। রাষ্ট্রপতি

২। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী

৩। স্পিকার

৪। ডেপুটি স্পিকার

৫। প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি

৬। সংসদ সদস্যবৃন্দ

৭। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার

৮। সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ

৯। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১০। অ্যাটর্নি জেনারেল

১১। ন্যায়পাল

সাংবিধানিক পদসমূহ

- ন্যায়পাল (অনুচ্ছেদ ৭৭) একটি **সংবিধিবদ্ধ পদ** কারণ এটি সংসদ আইন দ্বারা সৃষ্টি করতে পারবে।
- যেসব পদ সংসদ আইন দ্বারা সৃষ্টি করে সেগুলো **সংবিধিবদ্ধ পদ**।
- ন্যায়পাল পদ সংবিধানে থাকলেও এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে নিয়োগ দেয়া হয়নি।
- অ্যাটর্নি জেনারেল একমাত্র সাংবিধানিক পদ যাকে শপথ পড়তে হয় না।
- প্রধানমন্ত্রীর সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ/ব্যক্তিকে **মাননীয়** বলে সম্বোধন করা হয়।
- শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতিকে **মহামান্য** বলে সম্বোধন করা হয়।

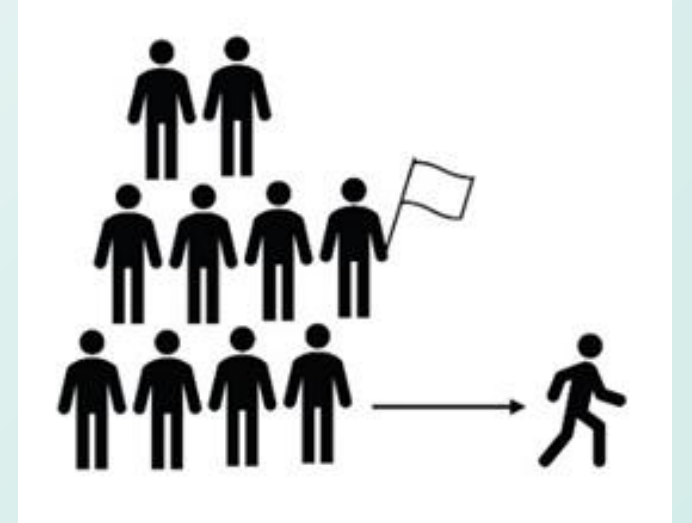
সাংবিধানিক বিভিন্ন বিষয়াবলী

এক নজরে সাংবিধানিক পদসমূহ

ক্রমিক	সাংবিধানিক পদ	অনুচ্ছেদ নং
১.	রাষ্ট্রপতি	অনুচ্ছেদ ৪৮
২.	প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী	অনুচ্ছেদ ৫৫/৫৬
৩.	স্পিকার	অনুচ্ছেদ ৭৪
৪.	ডেপুটি স্পিকার	অনুচ্ছেদ ৭৪
৫.	প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি	অনুচ্ছেদ ৯৪/৯৫
৬.	সংসদ সদস্যবৃন্দ	অনুচ্ছেদ ৬৫/৬৬
৭.	প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার	অনুচ্ছেদ ১১৮
৮.	সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ	অনুচ্ছেদ ১৩৭
৯.	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	অনুচ্ছেদ ১২৭
১০.	অ্যাটর্নি জেনারেল	অনুচ্ছেদ ৬৪
১১.	ন্যায়পাল	অনুচ্ছেদ ৭৭

ফ্লোর ক্রসিং

- ১। ফ্লোর ক্রসিং অর্থ দল ত্যাগ করা।
- ২। কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর উক্ত দল থেকে পদত্যাগ অথবা নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দিলে তাকে ফ্লোর ক্রসিং বলে।
- ৩। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ অনুযায়ী ফ্লোর ক্রসিং করলে সাংসদের আসন শূন্য হয়ে যাবে।



সাংবিধানিক বিভিন্ন বিষয়াবলী

নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন করার বিধান

১। সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৭১** অনুযায়ী একজন ব্যক্তি **একাধিক নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন করতে পারবেন** কিন্তু **প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে।**

২। একাধিক এলাকায় নির্বাচিত হলে প্রতিনিধিত্বকারী নির্বাচনী এলাকা ছাড়া **বাকীগুলোর আসন শূন্য হবে।**

৩। পরবর্তীতে এসব শূন্য আসনে **উপ-নির্বাচনের** মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ

- ভোটার তালিকা: অনুচ্ছেদ ১২১
- ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা: অনুচ্ছেদ ১২২
- নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়: অনুচ্ছেদ ১২৩
- নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাপ্রদান: অনুচ্ছেদ ১২৬

সরকারি বিল ও বেসরকারি বিল

- সংসদে মন্ত্রিগণ যেসকল বিল উত্থাপন করেন, তা হলো সরকারি বিল।
- সাধারণ সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিলসমূহ হলো বেসরকারি বিল।
- সরকারি বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে সংসদ সচিবের কাছে ৭ দিনের লিখিত নোটিশ দিতে হয়।
- বেসরকারি বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে সংসদ সচিবের কাছে ৪৫ দিনের লিখিত নোটিশ দিতে হয়।
- সরকারি বিল যে কোন দিন সংসদে উত্থাপন করা যায়।
- বেসরকারি বিল শুধু বৃহস্পতিবারে উত্থাপন করা হয়।

সংসদ
সচিবালয়
ভিত্তি

সাংবিধানিক বিভিন্ন বিষয়াবলী

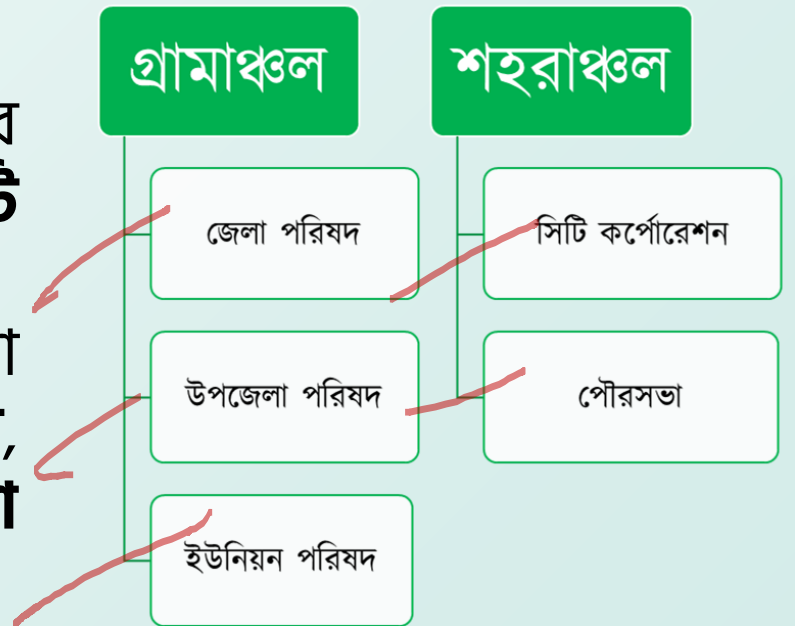
সংসদ সচিবালয়

- সংবিধানের ৭৯(১) অনুচ্ছেদে সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকার কথা বলা হয়েছে।
- উক্ত সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, কর্মের শর্তাবলি ও দায়িত্ব সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করবে।
- এর ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সংসদ সচিবালয় আইন ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের কাঠামো

- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা **শহর ও গ্রামের** জন্য পৃথকভাবে গঠিত হয়েছে।
- প্রধান শহরগুলোর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুই ধরনের: **সিটি কর্পোরেশন** এবং **পৌরসভা**।
- গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তিন স্তরভিত্তিক: **ইউনিয়ন পরিষদ**, **উপজেলা পরিষদ**, এবং **জেলা পরিষদ**।

স্থানীয় সরকার



সংবিধান অনুযায়ী শপথ বাক্য পাঠ করানোর নিয়মাবলী

পদের নাম	যাদের শপথ পাঠ করাবেন
রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতিকে
স্পিকার	রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্যকে
প্রধান বিচারপতি	সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, সিএজি, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যকে
প্রধানমন্ত্রী	সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে
বিভাগীয় কমিশনার	পৌরসভার মেয়র-কাউন্সিলরগণকে
জেলা প্রশাসক	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলরদেরকে

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

- বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বেশ কয়েকটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
- সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ সরকারের আইনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ -

- জাতীয় সংসদ সচিবালয় (অনুচ্ছেদ ৭৯)
- অ্যাটর্নি জেনারেল (অনুচ্ছেদ ৬৪)
- প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল (অনুচ্ছেদ ১১৭)
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অনুচ্ছেদ ১২৭)
- নির্বাচন কমিশন (অনুচ্ছেদ ১১৮)
- সরকারি কর্ম কমিশন (অনুচ্ছেদ ১৩৭)

সংবিধানের একাদশ ভাগের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

১৪৩: প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি- বাংলাদেশে অবস্থিত মালিকবিহীন সম্পত্তি, দেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী, রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্ভুক্ত মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৪৫: চুক্তি ও দলিল- প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ করা হবে।

১৪৫ক: আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দলিল- জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট চুক্তি ব্যতীত কোন দেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করবেন।

সংবিধানের একাদশ ভাগের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

১৪৬: বাংলাদেশের নামে মামলা- বাংলাদেশ-এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।

১৫০(২): ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী- ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ হতে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তন হবার পূর্ব পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসেবে গণ্য হবে।

- সংবিধানের প্রথম তফসিলে বর্ণিত আছে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ**

সংবিধানের একাদশ ভাগের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

১৫৩: প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পার্শ্ব- সংবিধানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বলে উল্লেখ করা হবে এবং ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে থেকে বলবৎ হবে।

- সংবিধানের **একটি নির্ভরযোগ্য পার্শ্ব** ও **ইংরাজীতে অনুদিত** একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পার্শ্ব থাকবে।
- বাংলা ও ইংরাজী পার্শ্বের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে **বাংলা পার্শ্ব প্রাধান্য** পাবে।

সংবিধানের একাদশ ভাগের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

- ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত আছে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ওয়্যারলেস বার্তা।**
- সপ্তম তফসিলে বর্ণিত আছে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে **মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।**

বাংলাদেশ সংবিধান এর সংশোধনীসমূহ

মৌলিক কিছু তথ্য

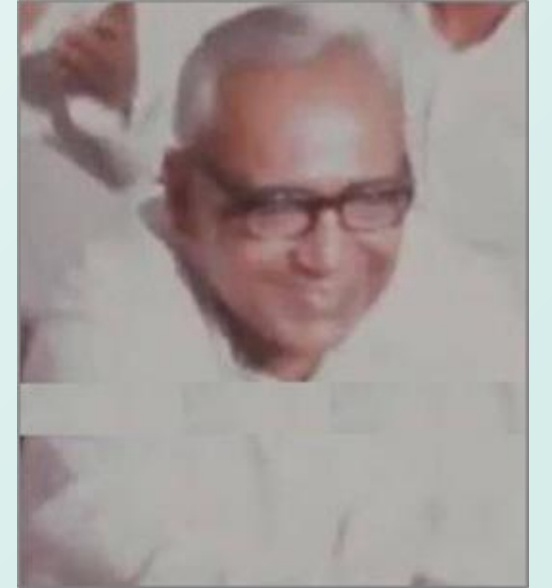
- বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে বিবেচিত।
- ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে এই সংবিধান গৃহীত হয়।
- একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী হতে এটি কার্যকর হয়।
- বাংলাদেশের সংবিধানের মোট ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে।
- তবে এসব সংশোধনীর মধ্যে পঞ্চম সংশোধনী, সপ্তম সংশোধনী, ত্রয়োদশ সংশোধনী সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে এবং ষোড়শ সংশোধনী আপিল ডিভিশনে আছে।

প্রথম সংশোধনী

১। সংবিধানের **প্রথম সংশোধনী বিলটি** পাস হয় **১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই**।

২। **যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধীদের** বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই **সংশোধনী** আনা হয়।

৩। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে এই সংশোধনীর মাধ্যমে **যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত** করা হয়।



সর্বোচ্চবার সংশোধনী বিল
উত্থাপনকারী আইনমন্ত্রী
মনোরঞ্জন ঘর

প্রথম সংশোধনী

৪। তৎকালীন **আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর** বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন।

৫। বিলটি **২৫৪-০ ভোটে** পাস হয়।

৬। এই সংশোধনীর ফলে সংবিধানে যুক্ত হয় **৪৭(৩) ও ৪৭ক** অনুচ্ছেদ।

দ্বিতীয় সংশোধনী

১। ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল পাস হয়।

২। দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে **অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিরাক্রমণে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার** বিধান চালু করা হয়।

৩। **নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংযোজন** করা হয় দ্বিতীয় সংশোধনীতেই।

৪। সংবিধানের **৭২নং অনুচ্ছেদ** সংশোধন করে বলা হয়, সংসদের দুটি অধিবেশনের মাঝে বিরতির সময়সীমা হবে ২০ দিন যেটি পূর্বে ছিল ৬০ দিন।

দ্বিতীয় সংশোধনী

৫। এই সংশোধনীর ফলে ২৬, ৬৩, ৭২ ও ৮৪২ অনুচ্ছেদে সংশোধন আনা হয়।

৬। তৎকালীন **আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর** বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন।

৭। উক্ত বিলটি **২৬৭-০ ভোটে** তা পাস হয়।

তৃতীয় সংশোধনী

৩৬ নং
১৯৭৪

১। ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণী একটি চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য তৃতীয় সংশোধনী আনা হয়।

২। ১৯৭৪ সালের ২৩ নভেম্বর এ সংশোধনীটি করা হয়।

৩। তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন এবং চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহল ও অপদখলীয় জমি বিনিময় বিধান প্রণয়ন করা হয়।



তৃতীয় সংশোধনী

- ৪। **দক্ষিণ বেরুবাড়ী** এই সংশোধনীর ফলে ভারতের অংশ হয়ে যায়।
- ৫। একই সাথে বাংলাদেশ **তিন বিঘা করিডোর** দিয়ে **দহগ্রাম ও আঙুরপোতায়** যাতায়াতের ইজারা লাভ করে।
- ৬। তৎকালীন **আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর** বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন।
- ৭। উক্ত বিলটি **২৬১-৭ ভোটে** পাস হয়।
- ৮। তৃতীয় সংশোধনী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক **অনুমোদিত** হয় ১৯৭৪ সালের ২৭শে নভেম্বর।

চতুর্থ সংশোধনী

১। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়।

২। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু করা হয়।

৩। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমেই বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতির প্রবর্তন হয়।

৪। একদলীয় শাসনব্যবস্থায় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ সংশোধনী

৫। বাকশালের চেয়ারম্যান হন **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এবং সাধারণ সম্পাদক হন **এম মনসুর আলী**।

৬। চারটি রাজনৈতিক দল একীভূত করে বাকশাল গঠিত হয়। যথাঃ

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
- বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিংহ)
- ন্যাপ (মোজাফফর)
- জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান, বর্তমানে বিলুপ্ত)

চতুর্থ সংশোধনী

৭। চারটি পত্রিকাকে চালু রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়। যথাঃ

- ইত্তেফাক
- দৈনিক বাংলা
- বাংলাদেশ টাইমস
- বাংলাদেশ অবজারভার

৮। তৎকালীন **আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর** বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন।

৯। উক্ত বিলটি **২৯৪-০ ভোটে** পাস হয়।

১০। একই দিনে অর্থাৎ **২৫ জানুয়ারিই** বিলটি রাষ্ট্রপতির **অনুমোদন** পায়।

প্রথম সংশোধনী (বাতিল)

১। জাতীয় সংসদে প্রথম সংশোধনী আনা হয় ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল।

২। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান করা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে।

৩। সংবিধানে **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম** সংযোজন করা হয় এই সংশোধনীতে।

৪। প্রথম সংশোধনী সংবিধানে কোনো **বিধান** সংশোধন করেনি।

পঞ্চম সংশোধনী (বাতিল)

৫। সংসদ নেতা **শাহ আজিজুর রহমান** বিলটি উত্থাপন করেন।

৬। উক্ত বিলটি **২৪১-০ ভোটে** পাস হয়।

৭। পঞ্চম সংশোধনীটি উচ্চ আদালতের রায়ে **২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি** মাসে **অবৈধ ঘোষিত** হয়।

ষষ্ঠ সংশোধনী

- ১। ১৯৮১ সালের ৮ জুলাই ষষ্ঠ সংশোধনীটি আনা হয়।
- ২। **উপ-রাষ্ট্রপতি** পদে বহাল থেকে **রাষ্ট্রপতি** পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে।
- ৩। সংসদ নেতা **শাহ আজিজুর রহমান** বিলটি উত্থাপন করেন।
- ৪। উক্ত বিলটি ২৫২-০ ভোটে পাস হয়।

সপ্তম সংশোধনী (বাতিল)

১। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক আইন প্রশাসকের সকল কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদান করা হয় সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে।

২। ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর জাতীয় সংসদে এ সংশোধনীর মাধ্যমে তৎকালীন সামরিক শাসকের শাসনকে বৈধতা দেওয়া হয়।

৩। তৎকালীন আইনমন্ত্রী বিচারপতি কে এম নুরুল ইসলাম বিলটি উত্থাপন করেন।

৪। উক্ত সংবিধান সংশোধনী বিলটি ২২৩-০ ভোটে পাস হয়।

৫। ৫ম সংশোধনীর মত ২০১০ সালের ২৬ আগস্ট এ সংশোধনীকে আদালত অবৈধ ঘোষণা করে।

অষ্টম সংশোধনী

- ১। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন সংবিধানে অষ্টম সংশোধনীটি আনা হয়।
- ২। এ সংশোধনীর মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে যেমন ২, ৩, ৫, ৩০ ও ১০০ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা হয়।
- ৩। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতিদান করা হয় এ সংশোধনীতে।
- ৪। এছাড়াও ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় (রংপুর, যশোর, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে) হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করার বিধান চালু করা হয় অষ্টম সংশোধনীতে।
- ৫। Dacca শব্দটির বানান Dhaka এবং Bengali শব্দটি Bangla-তে পরিবর্তন করা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে।

অষ্টম সংশোধনী

৬। সংসদ নেতা **ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ** এ বিলটি উত্থাপন করেন।

৭। উক্ত বিলটি **২৫৪-০ ভোটে** পাস হয়।

৮। পরবর্তীতে ঢাকার বাইরে **হাইকোর্টের বেঞ্চ** গঠনের বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক **বাতিল** করা হয়।

নবম সংশোধনী

- ১। নবম সংশোধনী বিলটি আনা হয় **১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই**।
- ২। নবম সংশোধনীর মাধ্যমে **রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে** নিয়ে কিছু বিধান সংযোজন করা হয়।
- ৩। এর মাধ্যমে **রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের** সঙ্গে একই সময়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, রাষ্ট্রপতি পদে কোনও ব্যক্তির **পর পর দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন সীমাবদ্ধ** রাখা হয়।
- ৪। বিলটি উত্থাপনকারী সংসদ **নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ**।
- ৫। উক্ত বিলটি **২৭২-০ ভোটে** পাস হয়।
- ৬। **দ্বাদশ সংশোধনীর** পর এ সংশোধনীর কার্যকারিতা আর নেই।

দশম সংশোধনী

১। দশম সংশোধনী বিলটি পাস হয় **১৯৯০ সালের ১২ জুন**।

২। রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে **১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের** ব্যাপারে সংবিধানের ১২৩ (২) অনুচ্ছেদের বাংলা ভাষা সংশোধন করা হয় এ সংশোধনীতে।

৩। এ সংশোধনীর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হলো সংসদে মহিলাদের **৩০টি আসন** আরও **১০ বছরের** জন্য সংরক্ষণ করার বিধান করা।

[উল্লেখ্য, গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত **১৯৭২ সালের** মূল সংবিধানের **৬৫(৩) অনুচ্ছেদ** এর বিধানে জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যদের জন্য সংবিধান প্রবর্তনের সময় হতে পরবর্তী **দশ বছরের** মেয়াদে **১৫টি নারী আসন**

দশম সংশোধনী

সংরক্ষিত রাখার বিধান যুক্ত হয়। পরবর্তীতে **১৯৭৮ সালে** পনের বছরের জন্য সংসদে মহিলা সদস্যদের আসন সংখ্যা **১৫টি** থেকে বাড়িয়ে **৩০টি** করা হয়।]

৪। তৎকালীন **আইনমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম** বিলটি উত্থাপন করেন।

৫। উক্ত বিলটি **২২৬-০ ভোটে** পাস হয়।

একাদশ সংশোধনী

- ১। গণঅভ্যুত্থানে এইচ এম এরশাদের পতনের পর বিচারপতি মো. সাহাবুদ্দিনের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে **১৯৯১ সালে ৬ আগস্ট** এ সংশোধনী পাস হয়।
- ২। এই সংশোধনীর মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগদান বৈধ ঘোষণা করা হয়।
- ৩। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের প্রধান **বিচারপতির পদে ফিরে যাবার** বিধানও পাস করানো হয় এই সংশোধনীতে।
- ৪। তৎকালীন **আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ** বিলটি উত্থাপন করেন।
- ৫। উক্ত বিলটি **২৭৮-০ ভোটে** পাস হয়।

দ্বাদশ সংশোধনী

- ১। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট দ্বাদশ সংশোধনীটি আনা হয়।
- ২। এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৭ বছর পর দেশে পুনরায় **সংসদীয় সরকার** প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ৩। এর মাধ্যমে **উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত** করা হয়।
- ৪। সংশোধনীটি উত্থাপন করেন **তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া**।
- ৫। উক্ত বিলটি **৩০৭-০ ভোটে** পাস হয়।
- ৬। একাদশ সংশোধনীর মত এ বিলটিও সরকারি ও বিরোধী দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পাস হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধনী (বাতিল)

- ১। ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ ত্রয়োদশ সংশোধনীটি আনা হয়।
- ২। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে **অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন** অনুষ্ঠানের জন্য **নিরপেক্ষ-নিদলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন** করা হয়।
- ৩। তৎকালীন **আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার** এ সংশোধনীটি উত্থাপন করেন।
- ৪। উক্ত বিলটি **২৬৮-০ ভোটে** পাস হয়।
- ৫। উচ্চ আদালতের আদেশে ২০১১ সালে এই সংশোধনীটি **বাতিল** হয়।

চতুর্দশ সংশোধনী

- ১। চতুর্দশ সংশোধনীটি ২০০৪ সালের ১৬ মে-তে আনা হয়।
- ২। এ সংশোধনীটির মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০টি থেকে ৪৫টি করা হয় পরবর্তী ১০ বছরের জন্য।
- ৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছর করা হয়।
- ৪। পিএসসি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছর করা হয় এ সংশোধনীতে।
- ৫। বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) এর অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর করা হয় এ সংশোধনীতেই।

চতুর্দশ সংশোধনী

- ৬। এছাড়া **রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর** কার্যালয়ে **রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি** এবং সরকারি ও আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে **প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি** বা ছবি প্রদর্শনের বিধান করা হয়।
- ৭। তৎকালীন **আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ** বিলটি উত্থাপন করেন।
- ৮। উক্ত বিলটি **২২৬-১ ভোটে** পাস হয়।

প্রঞ্চদশ সংশোধনী

- ১। প্রঞ্চদশ সংশোধনীটি পাস হয় ২০১১ সালের ৩০শে জুন।
- ২। সংশোধনীটির মাধ্যমে **প্রস্তাবনায়** সংবিধানের মূলনীতি সংক্রান্ত একটি লাইন সংযুক্ত করা হয়।
- ৩। এ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ এর সংবিধানের চার মূলনীতি **জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা** ফিরিয়ে আনা হয়।
- ৪। এই সংশোধনী দ্বারা সংবিধানে **ধর্ম নিরপেক্ষতা** এবং **ধর্মীয় স্বাধীনতা** পুনর্বহাল করা হয়। তবে **২ক অনুচ্ছেদ** সন্নিবেশ করে **রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম** বহাল রাখা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনী

- ৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের **৭ম তফসিলে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ৬। এই সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক **শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক** হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- ৭। সংশোধনীটি দ্বারা **তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা** হয়।
- ৮। সংশোধনীটির মাধ্যমেই জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বিদ্যমান **৪৫টি থেকে ৫০টি** করা হয়।
- ৯। **৬ নং অনুচ্ছেদ** সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে **নাগরিকত্ব ও জাতীয়তার** বিধান করা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনী

১০। সংবিধানে **৭ অনুচ্ছেদের** পরে **৭(ক) ও ৭(খ)** অনুচ্ছেদ সংযোজন করে সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণকে অপরাধ এবং সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধনের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এছাড়া সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পথ রুদ্ধ করা হয়।

১১। এই সংশোধনীতেই **১৮ক অনুচ্ছেদ** সংযুক্ত করে **পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের** বিধান করা হয়।

১২। এই সংশোধনীতেই **২৩ক অনুচ্ছেদ** সংযুক্ত করে বিভিন্ন **উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের** অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য **সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের** ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনী

১৩। এই সংশোধনীর বিষয়টি উত্থাপন করেন সেই সময়ের **আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ**।

১৪। বিরোধী দল বিএনপির বর্জনের মধ্যে **২৯১-১ ভোটে** বিলটি পাস হয়।

ষোড়শ সংশোধনী (বাতিল)

- ১। ষোড়শ সংশোধনীটি ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আনা হয়।
- ২। ৭২ এর সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিধান পাস করা হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে।
- ৩। বিলটি উত্থাপন করেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক।
- ৪। ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩২৭-০ জনের ভোটে সর্বসম্মতভাবে পাস হয় বিলটি।
- ৫। বিরোধী দল জাতীয় পার্টি বিলটির পক্ষে ভোট দেয়।
- ৬। পরে ২০১৬ সালের ৫ই মে হাইকোর্ট সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়।

সপ্তদশ সংশোধনী

১। সপ্তদশ সংশোধনীটি ৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে আনা হয়।

২। সংসদে সংরক্ষিত ৫০ টি নারী আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিধি আরও ২৫ বছর বহাল রাখা হয় এই বিলটির মাধ্যমে।

৩। সংসদের ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ২৯৮-০ ভোটে বিলটি পাস হয়।

৪। তৎকালীন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এ বিলটি উত্থাপন করেন।

এক নজরে সকল সংশোধনী

সংশোধনী	বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	তৎকালীন রাষ্ট্রপতি / প্রধানমন্ত্রী
প্রথম সংশোধনী আইন ১৯৭৩	যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা	আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	শেখ মুজিবুর রহমান
দ্বিতীয় সংশোধনী আইন ১৯৭৩	অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিরাক্রমণে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে “জরুরি অবস্থা” ঘোষণার বিধান	আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	শেখ মুজিবুর রহমান
তৃতীয় সংশোধনী আইন ১৯৭৪	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন এবং চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহল ও অপদখলীয় জমি বিনিময় বিধান	আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	শেখ মুজিবুর রহমান
চতুর্থ সংশোধনী আইন ১৯৭৫	সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন এবং বাকশাল গঠন	আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	শেখ মুজিবুর রহমান

এক নজরে সকল সংশোধনী

সংশোধনী	বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	তৎকালীন রাষ্ট্রপতি / প্রধানমন্ত্রী
পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯	১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডকে বৈধতা দান, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সংযোজন [সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত]	সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান	জিয়াউর রহমান
ষষ্ঠ সংশোধনী আইন ১৯৮৫	উপ-রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ	সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান	জিয়াউর রহমান

এক নজরে সকল সংশোধনী

সংশোধনী	বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	তৎকালীন রাষ্ট্রপতি / প্রধানমন্ত্রী
সপ্তম সংশোধনী আইন ১৯৮৬	১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে প্রণীত সকল ফরমান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, নির্দেশ ও অধ্যাদেশসহ অন্যান্য সকল আইন অনুমোদন [সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত]	আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি কে এম নুরুল ইসলাম	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
অষ্টম সংশোধনী আইন ১৯৮৮	রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতিদান ও ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন। Dacca-এর নাম Dhaka এবং Bangali-এর নাম Bangla-তে পরিবর্তন করা হয়	সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ

এক নজরে সকল সংশোধনী

সংশোধনী	বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	তৎকালীন রাষ্ট্রপতি / প্রধানমন্ত্রী
নবম সংশোধনী আইন ১৯৮৯	রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সাথে একই সময়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তিকে পর পর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা	সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
দশম সংশোধনী আইন ১৯৯০	রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদের বাংলা ভাষা সংশোধন ও সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন আরো ১০ বছরকালের জন্য সংরক্ষণ	আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
একাদশ সংশোধনী আইন ১৯৯১	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান	আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ	সাহাবুদ্দিন আহমেদ (প্রধান উপদেষ্টা)

এক নজরে সকল সংশোধনী

সংশোধনী	বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	তৎকালীন রাষ্ট্রপতি / প্রধানমন্ত্রী
দ্বাদশ সংশোধনী আইন ১৯৯১	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি	প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া	বেগম খালেদা জিয়া
ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন ১৯৯৬	অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরপেক্ষ- নিদলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন [সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত]	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার	বেগম খালেদা জিয়া
চতুর্দশ সংশোধনী আইন ২০০৪	নারীদের জন্য সংসদে ৪৫টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণ, অর্থ বিল, সংসদ সদস্যদের শপথ, সাংবিধানিক বিভিন্ন পদের বয়স বৃদ্ধি	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	বেগম খালেদা জিয়া

এক নজরে সকল সংশোধনী

সংশোধনী	বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	তৎকালীন রাষ্ট্রপতি / প্রধানমন্ত্রী
প্রঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১	সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন, ১৯৭২-এর মূলনীতি পুনর্বহাল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ, ১/১১ পরবর্তী দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৯০ দিনের অধিক ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি প্রমার্জনা, নারীদের জন্য সংসদে ৫০ টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ	শেখ হাসিনা
ষোড়শ সংশোধনী আইন ২০১৪	বাহাত্তরের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেয়া [সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং আপিল ডিভিশনে আছে]	আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক	শেখ হাসিনা

এক নজরে সকল সংশোধনী

সংশোধনী	বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	তৎকালীন রাষ্ট্রপতি / প্রধানমন্ত্রী
সপ্তদশ সংশোধন আইন - ২০১৮	আরও ২৫ বছরের জন্য জাতীয় সংসদের ৫০টি আসন শুধুমাত্র নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা	আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক	শেখ হাসিনা

প্রশ্ন-উত্তর

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

ক) চতুর্থ তফসিল

খ) পঞ্চম তফসিল

গ) ষষ্ঠ তফসিল

ঘ) সপ্তম তফসিল

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

ক) চতুর্থ তফসিল

খ) প্রথম তফসিল

গ) ষষ্ঠ তফসিল

ঘ) সপ্তম তফসিল

কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তনযোগ্য নয়? [৪১তম বিসিএস]

ক) অনুচ্ছেদ ৭

খ) অনুচ্ছেদ ৭(ক)

গ) অনুচ্ছেদ ৭ (খ)

ঘ) অনুচ্ছেদ ৮

কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তনযোগ্য নয়? [৪১তম বিসিএস]

ক) অনুচ্ছেদ ৭

খ) অনুচ্ছেদ ৭(ক)

গ) অনুচ্ছেদ ৭ (খ)

ঘ) অনুচ্ছেদ ৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের মেয়াদকাল- (৩৮তম বিসিএস)

ক) ৩ বছর

খ) ৪ বছর

গ) ৫ বছর

ঘ) ৬ বছর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের মেয়াদকাল- (৩৮তম বিসিএস)

ক) ৩ বছর

খ) ৪ বছর

গ) ৫ বছর

ঘ) ৬ বছর

রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে?

ক) অনুচ্ছেদ ১৪১(ক)

খ) অনুচ্ছেদ ১৪০(ক)

গ) অনুচ্ছেদ ১৪১ (খ)

ঘ) অনুচ্ছেদ ১৪০ (খ)

রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে?

ক) অনুচ্ছেদ ১৪১(ক)

খ) অনুচ্ছেদ ১৪০(ক)

গ) অনুচ্ছেদ ১৪১ (খ)

ঘ) অনুচ্ছেদ ১৪০ (খ)

প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর সর্বাধিনায়ক কে?

ক) মেজর জেনারেল

খ) জেনারেল

গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি

ঘ) প্রধানমন্ত্রী

প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর সর্বাধিনায়ক কে?

ক) মেজর জেনারেল

খ) জেনারেল

গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি

ঘ) প্রধানমন্ত্রী

প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী প্রধান (Executive Head) বলা হয় কাকে?

ক) জেনারেল

খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি

গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে

ঘ) স্পিকার

প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী প্রধান (Executive Head) বলা হয় কাকে?

ক) জেনারেল

খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি

গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে

ঘ) স্পিকার

কোর্ট অব রেকর্ড ৰূপে সুপ্ৰীম কোৰ্ট বিবেচিত হ'বে কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী?

ক) ১০৭ অনুচ্ছেদ

খ) ১০৮ অনুচ্ছেদ

গ) ১০৫ অনুচ্ছেদ

ঘ) ১১০ অনুচ্ছেদ

কোর্ট অব রেকর্ড ৰূপে সুপ্ৰীম কোৰ্ট বিবেচিত হ'বে কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী?

ক) ১০৭ অনুচ্ছেদ

খ) ১০৮ অনুচ্ছেদ

গ) ১০৫ অনুচ্ছেদ

ঘ) ১১০ অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে?

ক) ১১৫

খ) ১১৬

গ) ১১৮

ঘ) ১১৭

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে?

ক) ১১৫

খ) ১১৬

গ) ১১৮

ঘ) ১১৭

কোন আদেশবলে সংবিধানের মূলনীতি “ধর্মনিরপেক্ষতা” বাদ দেয়া হয়?

ক) ১৯৭৮ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২ তফসিল বলে

খ) ১৯৭৭ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২ তফসিল বলে

গ) ১৯৭৮ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৩ এর ১ তফসিল বলে

ঘ) ১৯৭৭ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৩ এর ১ তফসিল বলে

কোন আদেশবলে সংবিধানের মূলনীতি “ধর্মনিরপেক্ষতা” বাদ দেয়া হয়?

ক) ১৯৭৮ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২ তফসিল বলে

খ) ১৯৭৭ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২ তফসিল বলে

গ) ১৯৭৮ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৩ এর ১ তফসিল বলে

ঘ) ১৯৭৭ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৩ এর ১ তফসিল বলে

সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে “নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ” এর কথা বলা হয়েছে?

ক) ২৩ অনুচ্ছেদ

খ) ২৪ অনুচ্ছেদ

গ) ২২ অনুচ্ছেদ

ঘ) ২০ অনুচ্ছেদ

সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে “নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ” এর কথা বলা হয়েছে?

ক) ২৩ অনুচ্ছেদ

খ) ২৪ অনুচ্ছেদ

গ) ২২ অনুচ্ছেদ

ঘ) ২০ অনুচ্ছেদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া সর্বপ্রথম গণপরিষদে ১৯৭২ সালের কোন তারিখে উত্থাপিত হয়? [বিসিএস ৪২]

ক) ১১ নভেম্বর

খ) ১২ অক্টোবর

গ) ১৬ ডিসেম্বর

ঘ) ৩ মার্চ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া সর্বপ্রথম গণপরিষদে ১৯৭২ সালের কোন তারিখে উত্থাপিত হয়? [বিসিএস ৪২]

ক) ১১ নভেম্বর

খ) ১২ অক্টোবর

গ) ১৬ ডিসেম্বর

ঘ) ৩ মার্চ

সংবিধানের বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে কোন তফসিলের অপব্যবহার করা হয়? [বিসিএস ৪১]

ক) ৪র্থ তফসিল

খ) ৫ম তফসিল

গ) ৬ষ্ঠ তফসিল

ঘ) ৭ম তফসিল

সংবিধানের বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে কোন তফসিলের অপব্যবহার করা হয়? [বিসিএস ৪১]

ক) ৪র্থ তফসিল

খ) ৫ম তফসিল

গ) ৬ষ্ঠ তফসিল

ঘ) ৭ম তফসিল

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার বিষয়টি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে? [বিসিএস ৩৯]

ক) অনুচ্ছেদ ২৩

খ) অনুচ্ছেদ ২৪

গ) অনুচ্ছেদ ২৫

ঘ) অনুচ্ছেদ ২২

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার বিষয়টি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে? [বিসিএস ৩৯]

ক) অনুচ্ছেদ ২৩

খ) অনুচ্ছেদ ২৪

গ) অনুচ্ছেদ ২৫

ঘ) অনুচ্ছেদ ২২

সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন গঠনের উল্লেখ আছে?

ক) ১৩০

খ) ১৩১

গ) ১৩৭

ঘ) ১৪০

সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন গঠনের উল্লেখ আছে?

ক) ১৩০

খ) ১৩১

গ) ১৩৭

ঘ) ১৪০

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে?

ক) ১১৭ নং অনুচ্ছেদ

খ) ১১৬ নং অনুচ্ছেদ

গ) ১১৫ নং অনুচ্ছেদ

ঘ) ১১৪ নং অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে?

ক) ১১৭ নং অনুচ্ছেদ

খ) ১১৬ নং অনুচ্ছেদ

গ) ১১৫ নং অনুচ্ছেদ

ঘ) ১১৪ নং অনুচ্ছেদ

গণপরিষদে কবে সংবিধান গৃহীত হয়?

ক) ০৪ নভেম্বর, ১৯৭৩

খ) ০৪ নভেম্বর, ১৯৭৬

গ) ০৪ নভেম্বর, ১৯৭৫

ঘ) ০৪ নভেম্বর, ১৯৭২

গণপরিষদে কবে সংবিধান গৃহীত হয়?

ক) ০৪ নভেম্বর, ১৯৭৩

খ) ০৪ নভেম্বর, ১৯৭৬

গ) ০৪ নভেম্বর, ১৯৭৫

ঘ) ০৪ নভেম্বর, ১৯৭২

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ/ধারা কতটি?

ক) ১৬৩ টি

খ) ১৫৩ টি

গ) ১৪৩ টি

ঘ) ১২৩ টি

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ/ধারা কতটি?

ক) ১৬৩ টি

খ) ১৫৩ টি

গ) ১৪৩ টি

ঘ) ১২৩টি

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ রাষ্ট্রপতি এককভাবে করতে সক্ষম?

ক) সরকারের নেতৃত্ব প্রদান

খ) ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ

গ) প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দান

ঘ) অনুদান প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ রাষ্ট্রপতি এককভাবে করতে সক্ষম?

ক) সরকারের নেতৃত্ব প্রদান

খ) ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ

গ) প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দান

ঘ) অনুদান প্রদান

কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তনযোগ্য নয়? [বিসিএস ৪১]

ক) অনুচ্ছেদ ৭

খ) অনুচ্ছেদ ৭(ক)

গ) অনুচ্ছেদ ৭(খ)

ঘ) অনুচ্ছেদ ৮

কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তনযোগ্য নয়? [বিসিএস ৪১]

ক) অনুচ্ছেদ ৭

খ) অনুচ্ছেদ ৭(ক)

গ) অনুচ্ছেদ ৭(খ)

ঘ) অনুচ্ছেদ ৮

বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় কি ছিল? [বিসিএস ৪১]

বহুদলীয় ব্যবস্থা
১৩৪

ক) বহুদলীয় ব্যবস্থা

খ) বহুদলীয় ব্যবস্থা

গ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার

ঘ) সংসদে মহিলা আসন

বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় কি ছিল? [বিসিএস ৪১]

ক) বহুদলীয় ব্যবস্থা

খ) বহুদলীয় ব্যবস্থা

গ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার

ঘ) সংসদে মহিলা আসন

সংবিধানের কোন সংশোধনকে 'first distortion of constitution' বলে
আখ্যায়িত করা হয়?

ক) ৫ম সংশোধন

খ) ৪র্থ সংশোধন

গ) ৩য় সংশোধন

ঘ) ২য় সংশোধন

সংবিধানের কোন সংশোধনকে 'first distortion of constitution' বলে
আখ্যায়িত করা হয়?

ক) ৫ম সংশোধন

খ) ৪র্থ সংশোধন

গ) ৩য় সংশোধন

ঘ) ২য় সংশোধন

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের কততম তফসিলে সংযোজন করা হয়েছে?

ক) চতুর্থ

খ) পঞ্চম

গ) ষষ্ঠ

ঘ) সপ্তম

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের কততম তফসিলে সংযোজন করা হয়েছে?

ক) চতুর্থ

খ) পঞ্চম

গ) ষষ্ঠ

ঘ) সপ্তম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়— [বিসিএস ৪০]

ক) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

গ) ৭ মার্চ, ১৯৭২

ঘ) ২৬ মার্চ, ১৯৭৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়— [বিসিএস ৪০]

ক) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

গ) ৭ মার্চ, ১৯৭২

ঘ) ২৬ মার্চ, ১৯৭৩

সংবিধানের চেতনার বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে কোন তফসিলের
অপব্যবহার করা হয়? [বিসিএস ৪১]

ক) ৪র্থ তফসিল

খ) ৫ম তফসিল

গ) ৬ষ্ঠ তফসিল

ঘ) ৭ম তফসিল

সংবিধানের চেতনার বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে কোন তফসিলের অপব্যবহার করা হয়? [বিসিএস ৪১]

ক) ৪র্থ তফসিল

খ) ৫ম তফসিল

গ) ৬ষ্ঠ তফসিল

ঘ) ৭ম তফসিল

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে করা হয়েছে?

ক) ১২ তম

খ) ১৩ তম

গ) ১৪ তম

ঘ) ১৫ তম

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে করা হয়েছে?

ক) ১২ তম

খ) ১৩ তম

গ) ১৪ তম

ঘ) ১৫ তম

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি জাতীয় সংসদে কবে পাস হয়?

ক) ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯১

খ) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

গ) ২৭ মার্চ, ১৯৯৬

ঘ) ২৮ এপ্রিল, ১৯৯৭

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি জাতীয় সংসদে কবে পাস হয়?

ক) ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯১

খ) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

গ) ২৭ মার্চ, ১৯৯৬

ঘ) ২৮ এপ্রিল, ১৯৯৭

বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত হয়?

ক) অষ্টম

খ) নবম

গ) একাদশ

ঘ) দ্বাদশ

বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত হয়?

ক) অষ্টম

খ) নবম

গ) একাদশ

ঘ) দ্বাদশ

কল করুন



16910